বৈশাখে দেখা

খুব ভোরে মোবাইল ফোনের রিংএর শব্দে সাথীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। খুব বিরক্তি নিয়ে ফোন ধরলে ওপাশ থেকে কণা চেঁচিয়ে বলে কিরে শাহজাদী এখনও ঘুম থেকে উঠিসনি, তো রমনার বটমূলে যাবি কখন? সাথী গতকাল ওদের মানা করে দিয়েছে। কারণ গরম হৈ হুল্লোড় আর চেঁচামিচির শব্দে ওর মাথা ধরে যায়। তার উপর এই বছর চারিদিকে হরতাল অবরোধ আর জ্বালাও পোড়াও অভিযান লেগে আছে। সাথী প্রতি উত্তরে বলে কালকেই তো তোদের না বলে দিয়েছি। কণা কপট অভিমানের সুরে বলে তোর কোনও কথা শুনছি না। সকাল সাড়ে ছয়টার মধ্যে বটমূলে হাজির থাকবেন তা না হলে খবর আছে। তারপর খট করে লাইন কেটে দেয়। অগত্যা অনিচ্ছা সত্বেও সে হাত মুখে পানি দিয়ে বাসার থেকে এনে রাখা বাসন্তী রঙের শাড়ীটা পড়ে হাল্কা সাজু গুজু করে হল থেকে বেরিয়ে বটমূলের দিকে রওনা হয়। যেতে যেতে আরও অনেক ক্লাসমেট আর সিনিয়র আপাদের সাথে দেখা হয়।

রমনার বটমূল লোকে লোকারণ্য। মূল বেদী থেকে অনেক দূর পর্যন্ত জটলা আর আড্ডা চলছে। মঞ্চে চলছে বাংলা নূতন বছরকে বরণের গান “এসো হে বৈশাখ এসো এসো”। বটমূলে পৌঁছে সাথীর ভাল লাগতে শুরু করলো। সবাই গোল হোয়ে বসে মাটির সানকিতে পান্তা ইলিশ আর কাচা লঙ্কা খেয়ে ঝালে হু হা করতে থাকে। সাথীর মনে হয় জীবনটা যদি ঠিক আজকের এই মুহূর্তে এসে স্থির হয়ে যেতো, কোনও দলাদলি রেশারেশি বা পেশীশক্তি না থাকতো, দল মত বর্ণ নির্বিশেষে যদি বর্ষবরণের মত সারাবছর দেশটাকে বুক দিয়ে আগলে রাখতো। সাথে সাথে তার বয়সটাও যদি থেমে থাকতো, সংসার দায়িত্ব এসব কোনও দিনও যদি তাকে স্পর্শ করতে না পারতো।

হঠাৎ কণার ধাক্কায় সে সম্বিত ফিরে পায়। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য, কিন্তু কত সুশৃঙ্খল কোথাও কোনও ধাক্কাধাক্কি বা চেঁচামেচি নেই। মূল মঞ্চ থেকে গান আর নাচের তাল আর লয় সারা এলাকা জুড়ে এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ জোড়ায় জোড়ায়, অন্যরা মুখে নানা রঙের মুখোশ এঁকে সুরে সুরে বৈশাখের গান গাইছে। ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা বেলুন হাতে ছোট্ট বেণী দুলিয়ে এদিক থেকে ওদিক ছুটে যাচ্ছে।

দুপুর গড়ানোর পর ওরা দল বেধে নিউমার্কেটের একটি থাই রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ খাওয়ার জন্য উঠে পড়লো। নীলক্ষেতের পুরানো বইয়ের মার্কেটের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ চারিদিক থেকে ধর ধর বলে হকিস্টিক লাঠি আর ককটেল ফুটিয়ে ধাওয়া আর পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়ে গেলো। পুলিশের টিয়ার গ্যাসের সাদা ধোঁয়ায় ভিতর দিয়ে হুলস্থূল আর দিকশুন্যহীন ছোটা ছুটি শুরু হোল। সাথীও দৌড়ানো শুরু করে এক সময় দলের অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। টিয়ার গ্যাসের কারণে তার চোখ জ্বালা করে প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হলে সে এক হাতে চোখ ঢেকে অন্য হাতে হাতড়ে হাতড়ে সামনে আগানোর সময় একটি

গাড়ির দরজার হাতলের স্পর্শ পেয়ে অবচেতন মনে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। আর ঠিক তখনি জ্যাম এড়িয়ে গাড়িটি সামনে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে দ্রুত বেগে ছুটে বেরিয়ে গেলো। গাড়ির এসির ঠাণ্ডা বাতাসে চোখের ব্যথা একটু সয়ে এলেই পাশের ছিটে বসা এক সুঠামদেহী যুবককে দেখে সাথী চমকে উঠে।

ঘটনার আকস্মিকতায় সাথীর কথা বলার শক্তি পর্যন্ত লোপ পায়। তাঁকে অবাক করে দিয়ে পাশের যুবকটি স্বহাস্যে বলে উঠে আপনি সাথী ইসলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রি বিভাগের ছাত্রী। সে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবকের মুখে তার নাম আর পরিচয় শুনে। যুবকটি সাথীকে স্বাভাবিক করার জন্য এক বোতল ঠাণ্ডা পানি আর টিসু পেপার এগিয়ে দিয়ে বলল আমি রেজা কাইসার। তারপর মুচকি হেসে বলল আপনি যখন চোখে হাত দিয়ে তারাহুড়া করে গাড়িতে উঠছিলেন তখন আপনার ব্যাগ থেকে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি কার্ডটা ছিটের উপর পরে। কার্ড থেকে আপনার নাম ধাম পড়ে আপনাকে আরও ঘাবড়ে দিতে চেয়েছিলাম।

গাড়ি আবারও জ্যামে আটকা পড়ে যায়। কখন এ জ্যাম ছাড়বে তা কেউ বলতে পারে না। সাথী কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে মনে মনে যুবকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে। কথায় কথায় সে জানতে পারে রেজা বুয়েট থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে আগামীকাল এমএস করতে জাপান যাচ্ছে। বন্ধুদের সাথে শেষবারের মত পহেলা বৈশাখ সেলিব্রেট করতে রমনার বটমূলে এসেছিল। সাথীকে তার বাসার সামনে নামিয়ে দিতে চাইলে সে নম্র ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। জ্যাম শেষে ঘণ্টা দুয়েক পড়ে রেজা তাঁকে পুরাতন এয়ারপোর্ট রোডে আনন্দ রেস্টুরেন্টের সামনে নামিয়ে দিয়ে যায়।

বাসায় ঢুকে সাথী হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ফ্রেশ হয়ে চা খেতে নিচে নামলে মার কাছ থেকে জানতে পারে সন্ধ্যার পর তাঁকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। দেখাদেখি নামের এই সনাতনী ব্যবস্থাকে সাথী কখনই মানতে পারে না। মেয়েরা কি কোন পণ্য যে তাদের দেখে শুনে পছন্দ করতে হবে? তারপরেও তার কিছু বলার বা করার থাকে না। তখন হঠাৎ দুপুরের ঘটনাটা মনে করে বুকটা ভয়ে শুকিয়ে আসে। বিপদের সময় যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে ফোন নাম্বারটা পর্যন্ত জানা হোল না। সে মাঝে মাঝে এমন সব ভুল করে যা ভেবে নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে ইচ্ছে করে না।

সন্ধ্যার পর অনিচ্ছা সত্বেও সাথী হালকা সেজে গুজে মাকে নিয়ে নিচে বসার ঘরে পাত্র পক্ষের সামনে এসে বসে। গতানুগতিক নানা ধরনের প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলতে থাকে আর সাথী নিচু স্বরে মাথা নিচু করে উত্তর দিতে থাকে। এক পর্যায় মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে তার কিছু জানবার আছে কিনা? ছেলেটা তখন মিষ্টি হেসে উত্তর দেয় আমাদের জিজ্ঞাসা পর্ব আজ বিকালেই শেষ হয়েছে আমি শুধু সাথীকে তার ফেলে আসা আইডি কার্ডটা ফেরত দিতে এসেছি। সাথী নিজের অজান্তে মাথা দুলিয়ে সায় দিয়েই লজ্জা পেয়ে যায়। পাত্র পক্ষের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন উঠেই হাসির ফোয়ারায় পরিণত হয়। লজ্জায় সাথীর মাথা আরও নিচু হয়ে যায়। আজ ভোরে বেজে ওঠা মোবাইল ফোনের রিং টোনটা তার কানে মিষ্টি সুরে বাজতে থাকে।

নাইম আবদুল্লাহ
১লা বৈশাখ ১৪২০